গ্রন্থকারের কথা

একটি পরিবারের স্থায়িত্ব, সুখ-শান্তি ও সঠিক বিকাশ যে দু'জনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, তারা হল পরিবারের মূল উপাদান স্বামী ও স্ত্রী। যে দু'জন নারী-পুরুষ মিলে নির্ধারিত নিয়মে আইনসম্মতভাবে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিবার গঠন করে তারা স্বতন্ত্র পরিবেশে বেড়ে ওঠা দু'টি সত্তা। বিয়ের কারণে তাদের কেউ অন্যজনের অস্তিত্বে বা মতামতে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায় না, যাওয়া উচিতও নয়। তাদের উভয়েরই স্বতন্ত্র অবস্থান ও মতামত বিদ্যমান থাকে। এজন্য দরকার হয় পরস্পরের প্রতি যথাযথ আস্থা-বিশ্বাস ও সম্মান রেখে সমঝোতা ও ঐকমত্য তৈরি করার।

অন্যদিকে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণে উভয়েরই দায়-দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। একজন অন্যজনের কাছ থেকে চাওয়া-পাওয়ার বিষয়টি যেন অন্তহীন হয়ে ওঠে। এসব দায়িত্ব-কর্তব্য শতভাগ পালন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ফলে কখনো কখনো মতের অমিল, সম্পদের অপর্যাপ্ততা বা আত্মসম্মানবোধ ও মর্যাদার কম-বেশি হওয়ার কারণে পরিবারে অশান্তি ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এছাড়া বিয়ের সুবাদে দু'টি পরিবারে আত্মীয়তার সম্পর্ক হওয়ায় উভয় পরিবারের চাওয়া-পাওয়াও এক্ষেত্রে কখনো কখনো বাড়তি চাপ তৈরি করে। সন্তানের বিষয়টিও কখনো কখনো বৈবাহিক জীবনে বড় ধরনের সংকট তৈরি করে। নবগঠিত পরিবারের সুখ-শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার জন্য কখনো কখনো দম্পতির পিতা-মাতাকে প্রতিবন্ধক মনে করা হয়; যা কোনভাবেই সঠিক নয়। একান্নবর্তী পরিবারও কিছু সমস্যার কারণ হয়ে থাকে। কারণ যা-ই হোক না কেন দাম্পত্য কলহ বা বিরোধ একটি পারিবারকে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, ভাঙ্গন এমনকি খুন-খারাবী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

'পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম' গ্রন্থে এসব অশান্তির কারণ চিহ্নিত করে এর যৌক্তিক সমাধান মানবিকতা ও ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে খুঁজবার চেষ্টা করা হয়েছে। বৈবাহিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অহর্নিশ ঐক্য

সূচিপত্র

ভূমিকা ১১

পরিবারের পরিচিতি ১৮

বর্তমান সমাজে পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ২২

পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ২৮

ইসলামের পারিবারিক বিধি-বিধানসমূহের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য ৩৫

জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে পরিবারে শান্তি লাভের জন্য ইসলামী বিধি-নিষেধ থেকে সুফল পাওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ ৫২

পরিবার গঠন বিষয়ে ইসলামী বিধি-বিধান ৫৬

বিয়ের পরিচয় ৫৬

বিয়ের গুরুত্ব ৫৭

বিয়ের উদ্দেশ্য ৬১

বিয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ৬৯

বিয়েতে কুফু তথা সমতা-সামঞ্জস্যতা রক্ষার গুরুত্ব ৭৩

কুফু বা সমতা নির্ধারণে বিবেচ্যসমূহ ৭৫

দীনদারী-বিশ্বাস ও আদর্শের সমতা ৭৫

কেফায়েতে নসবী বা বংশীয় সমতা ৭৯

স্বাধীনতা ৮১

অর্থ-সম্পদ ৮১

পেশা ৮২

আকল-বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান ৮৩

রূপ-সৌন্দর্য ৮৪

বয়সের সমতা ৮৪

প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের ওপর তাদের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অভিভাবকগণের দায়িত্বের সীমা-পরিসীমা ৮৭
বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার অপরিহার্য শর্তসমূহ ৮৮
(ক) দেন-মহর বা মোহরানা ৮৮
দেন-মহর বা মোহরানার গুরুত্ব ৮৯
মোহরানা কখন নির্ধারণ করবে ৯৩
মোহরানা ও বর্তমান মুসলিম সমাজ ৯৪
যৌতুক সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ৯৫
(খ) সাক্ষীদের উপস্থিতি ৯৯
(গ) আক্‌দ বা বিয়ের বন্ধন স্থাপন ১০০
অনুষ্ঠান করে বিয়ে করা ১০০
বিয়ের সময় বর-কনের গায়ে হলুদ ১০১
ইসলামী বিধানে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন ১০২
পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ১০৭
স্ত্রীর অধিকার : স্বামীর দায়িত্ব-কর্তব্য ১০৮
মোহরানা প্রদান ১০৯
স্ত্রীর ভরণ-পোষণ প্রদান ১১০
সদ্ব্যবহার পাওয়া ১১৩
যুল্‌ম-অত্যাচার থেকে বিরত থাকা ১১৪
স্ত্রীর জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করা ১১৬
স্ত্রীর সাথে নম্র আচরণ করা ১১৮
ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমপন্থা অবলম্বন ১১৯
স্ত্রী অশিক্ষিত হলে তাকে শিক্ষাদান ১২০
কারোর একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের প্রত্যেকের সাথে সমান আচরণ করা ১২১
স্ত্রীকে মার-ধর করা থেকে বিরত থাকা ১২৩

ক্রোধ সংবরণের উপায় ১২৯
নারী প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে জীবন-যাপন করা ১৩৩
স্ত্রীর অভিমান সহ্য করা ১৩৫
স্বামীর অধিকার : স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য ১৩৭
স্বামীকে মেনে চলা ১৩৭
ঘরের অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বজায় রাখা ১৪১
ছেলে-মেয়ে ও ঘরোয়া সব বিষয়ে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব দান ১৪৪
স্বামীর ঘরে স্ত্রী নির্যাতনের ধরন ও এর প্রতিরোধে গৃহীত ইসলামের বিধান ১৪৭
শারীরিক নির্যাতনের ধরন ও এর প্রতিকার ১৪৭
ন্যায্য খাওয়া-পরা তথা মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা থেকে বিরত থাকা ১৪৯
গর্ভপাত ১৫০
স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলনের সময় ও নিয়ম মেনে না চলা ১৫২
জোর করে দেহ ব্যবসায় বাধ্য করা ১৫৫
মানসিক নির্যাতনের ধরন ও এর প্রতিকার ১৫৮
গাল-মন্দ, তিরস্কার ও কঠোরতা আরোপ ১৫৮
অপবাদ দেয়া বা দোষারোপ করা ১৫৯
স্বামীর উদাসীন ও ব্যভিচারী জীবন-যাপন ১৬১
স্ত্রীর শ্রম বা কাজের মূল্যায়ন না করা ১৬৩
স্ত্রীর মতামতের গুরুত্ব না দেয়া ১৬৩
সন্তানের ব্যাপারাদি নিয়ে স্ত্রীকে জ্বালাতন করা ১৬৫
ব্যক্তিগত জীবন থেকে বঞ্চিত রাখা ১৬৬
ঝুলন্ত অবস্থায় ফেলে রাখা ১৬৭
দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে শান্তি, স্থিতি ও মাধুর্য প্রতিষ্ঠায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের করণীয়-পালনীয় ইসলাম নির্দেশিত কতিপয় দিক ১৬৮
স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে বরণ করা ১৬৮

ভূমিকা

মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও বংশ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে আদি প্রতিষ্ঠান সুবিন্যস্তভাবে অবিরাম অবদান রেখে চলেছে, এর নাম পরিবার। একই উৎস হতে বিস্তৃত নারী-পুরুষের সমাজ স্বীকৃত ও আইনসম্মত বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চলার রীতি অনাদিকাল থেকেই সমাজে প্রচলন রয়েছে। মানবজাতির বিস্তৃতি ও বংশ বৃদ্ধির নিমিত্তে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করে তথা নারী-পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন। বস্তুজগত ও প্রাণীজগতের সবই এ নিয়মে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে নিজ নিজ অস্তিত্ব, বিস্তৃতি ও বিকাশের জন্য তাদের অতিরিক্ত কোন নিয়ম মানতে হয় না বা নিয়ম মানার কোন এখতিয়ার তাদের নেই। তারা সবাই মহান আল্লাহর বেঁধে দেয়া নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। গোটা সৃষ্টির মধ্যে মানুষ ব্যতিক্রম। তার এখতিয়ার রয়েছে কোন কিছু করা বা না করার। সে তার সমগোত্রীয় কোন পুরুষ না নারীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়তে পারে বা একাকি চলারও ক্ষমতা রাখে। দাম্পত্য সম্পর্ক গড়াটা স্বাভাবিক এবং একাকি চলাটা ব্যতিক্রম। মানুষের স্বাভাবিক জীবন চলার পথকে অব্যাহত রাখতে, শান্তিময় ও সুশৃঙ্খল করতে তাকে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। যেহেতু তার কোন কিছু করা বা না করার এখতিয়ার রয়েছে, সেহেতু সে কোনটা করবে আর কোনটা করবে না, তা নিয়ন্ত্রণের জন্যই তাকে তা মানতে হয়। বিশেষ করে যেসব বিষয়ে তার দুর্বলতা রয়েছে যেমন নারীর প্রতি পুরুষ এবং পুরুষের প্রতি নারী খুবই দুর্বল। এক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। তাছাড়া কাম-ক্রোধ, মোহ-লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মসাৎ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, হিংস্রতা ইত্যাদি বিষয়েও তাকে ইসলাম ও সমাজের নিয়ম মেনে চলতে হয়। কাজেই জীবন চলার পথে স্তরে স্তরে অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সর্বক্ষেত্রে তাকে নিয়মের মধ্যে জীবন যাপন করতে হয়। বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবন গঠন ও এর সুষ্ঠুতা-যথার্থতা রক্ষা করে চলা এ নিয়মেরই একটি। এ গ্রন্থে বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিধি-নিষেধের

যথার্থতা, কার্যকারিতা ও আবেদন সম্পর্কে অনুসন্ধানী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

পারিবারিক ও বৈবাহিক জীবনের শান্তি ও সমৃদ্ধির আলোচনা-পর্যালোচনায় পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি ও মহানবী (স.) এর জীবন পদ্ধতি নমুনা হিসেবে ও বিধান বর্ণনায় অধিক হারে উদ্ধৃত হবে। এর অর্থ নিজেকে বা পাঠককে পেছনে টেনে নিয়ে যাওয়া নয়। এর অর্থ এগুলোকে নিজের জীবনে ধারণ করা। চলনে, বলনে ও মননে তা বাস্তবায়ন করে এর সুফল আহরণ করা। নিজের ইচ্ছা ও বাস্তব প্রয়োজনীয়তাকে এর আদলে রূপায়িত করা। বিভ্রান্তির হাত থেকে নিজেকে, পরিবারকে ও সমাজকে রক্ষা করা। ইসলামের রীতি-নীতি সবই কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত আইন-বিধান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। মানুষের জীবনের যে কোন বিষয় তা ব্যক্তিগত, বৈবাহিক বা পারিবারিক তথা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমুদয় বিষয়ের শৃঙ্খলা ও ভাল-মন্দ জানতে তাকে কুরআন-সুন্নাহর প্রতিই দৃষ্টি দিতে বলা হয়েছে।

বৈবাহিক জীবনে একজন পুরুষ ও একজন নারীকে হাজারো সমস্যা মোকাবিলা করে টিকে থাকতে হয়। সমস্যাগুলো চতুর্মুখী। বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করার পরিকল্পনা কাল থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অসংখ্য সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠতে পারে। শুরুতেই পছন্দ-অপছন্দের সমস্যা। কনের জন্য যোগ্য বর বা বরের জন্য উপযুক্ত কনে হল কি না, দু'য়ের চাওয়া-পাওয়ার মিল হল কি না, পিত্রালয়ে কনে যে আদরে ও পরিবেশে ছিল শ্বশুরালয়ে তার সে আদর ও পরিবেশ অব্যাহত থাকবে কি না, কনে শ্বশুর-শাশুড়ির মেজাজ বুঝে চলবে, না স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখবে, না দেবর-ভাসুর ও ননদ-ননাসকে সামলাবে, কনেই কি সবাইকে আপন করে নিবে, নাকি তাকে স্বামী বা স্বামী পক্ষের সবাই সাদরে গ্রহণ করবে, এক্ষেত্রে কার দায়িত্ব বেশি, কার কম, তদুপরি যদি থাকে অভাব-অনটন, রুক্ষ মেজাজ, স্বেচ্ছাচারিতা, দুরাচার-দুর্ব্যবহার তবে সমস্যার যেন কোন অন্তই থাকে না। এসব অন্তহীন সমস্যার কোন কোন ক্ষেত্রে সমাধানের আইনি বা কিতাবী সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার